শারীরিক শিক্ষা বিভাগ
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রী গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

নীতিমালা

১। নাম

প্রধানমন্ত্রী গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা।

ফুটবল প্রতিযোগিতাটি মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চমাধ্যমিক/সমমান শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হবে। মাধ্যমিক/সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক/সমমান পর্যায়ের ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য চারটি আলাদা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

ক) মাধ্যমিক স্কুল/সমমান (বালক)
খ) মাধ্যমিক স্কুল/সমমান (বালিকা)
গ) উচ্চমাধ্যমিক স্কুল/সমমান (বালক)
ঘ) উচ্চমাধ্যমিক স্কুল/সমমান (বালিকা)

২। উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রসার ঘটানো।
- মেধাবী ফুটবলার নির্বাচন করে জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় তৈরির সুযোগ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, সৌহার্দ্য ও দলগত মনোভাব গড়ে তোলা।
- স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে নিয়মিত ফুটবল চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- শিক্ষার্থীদের মাদক, সন্ত্রাস ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রেখে ইতিবাচক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা।

৩। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের সহযোগিতায় প্রতিযোগিতার সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

৪। প্রতিযোগিতার কাঠামো

- প্রতিযোগিতা ৪টি স্তরে অনুষ্ঠিত হবে। যথা: (ক) উপজেলা (খ) জেলা (গ) শিক্ষা অঞ্চল ও (ঘ) জাতীয় পর্যায়

(ক) উপজেলা পর্যায়

- ✓ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলসমূহ বা সমমান পর্যায়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ✓ উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্ট উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমূহ বা সমমান পর্যায়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ✓ উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

(খ) জেলা পর্যায়

- ✓ সকল উপজেলা চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।
- ✓ জেলা চ্যাম্পিয়ন দল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অঞ্চল পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবে।

(গ) শিক্ষা অঞ্চল পর্যায়

- ✓ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিটি শিক্ষা অঞ্চলের জেলা চ্যাম্পিয়ন দলসমূহ অংশগ্রহণ করবে।
- ✓ ঢাকা, খুলনা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও রংপুর শিক্ষা অঞ্চল থেকে একটি করে ৭টি দল এবং কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা অঞ্চল থেকে ১টি দলসহ মোট ৮টি দল জাতীয় পর্যায়ের জন্য মনোনীত হবে।
- ✓ কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা অঞ্চল থেকে ১টি দল বাছাই করার সুবিধার্থে এই দুটি অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত ৮টি জেলাকে নিয়ে সমন্বিতভাবে অঞ্চল পর্যায়ের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।

(ঘ) জাতীয় পর্যায়

- ✓ জাতীয় পর্যায়ে মোট ৮ (আট)টি দল অংশগ্রহণ করবে। দলসমূহ হবে-
  ১. ঢাকা শিক্ষা অঞ্চল
  ২. খুলনা শিক্ষা অঞ্চল
  ৩. রাজশাহী শিক্ষা অঞ্চল
  ৪. রংপুর শিক্ষা অঞ্চল
  ৫. বরিশাল শিক্ষা অঞ্চল
  ৬. চট্টগ্রাম শিক্ষা অঞ্চল
  ৭. ময়মনসিংহ শিক্ষা অঞ্চল
  ৮. কুমিল্লা ও সিলেট শিক্ষা অঞ্চলের দল

৫। অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা

- ➢ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল নিবন্ধিত সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল বা সমমান প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় এবং নিবন্ধিত সরকারি ও বেসরকারি কলেজ বা সমমান প্রতিষ্ঠান উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবে।
- ➢ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।
- ➢ কোনো প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা একাডেমিক কার্যক্রম স্থগিত থাকলে অথবা সরকার কর্তৃক পরিচালনায় বিধিনিষেধ আরোপিত থাকলে সে প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- ➢ একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ১টি বালক দল এবং ১টি বালিকা দল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৬। খেলোয়াড়ের যোগ্যতা

- ➢ খেলোয়াড়কে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত শিক্ষার্থী হতে হবে।
- ➢ খেলোয়াড়কে প্রতিযোগিতার নিবন্ধন শেষ হওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকতে হবে।
- ➢ একজন শিক্ষার্থী একই প্রতিযোগিতায় একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- ➢ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের হয়ে অংশগ্রহণের তথ্য প্রমাণিত হলে খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট দল উভয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ➢ একজন খেলোয়াড় একবার নিবন্ধিত হওয়ার পর প্রতিযোগিতা চলাকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করতে পারবে না।

৭। প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি

প্রতিযোগিতার খেলাসমূহ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য উপজেলা, জেলা, শিক্ষা অঞ্চল এবং জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে খেলা পরিচালিত হবে।

৮। খেলার নিয়ম কানুন

- এ প্রতিযোগিতার সকল খেলা নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।
- উপজেলা, জেলা ও শিক্ষা অঞ্চল পর্যায়ে বালকদের খেলা (৩৫+১০+৩৫)=৭০ মিনিট এবং বালিকাদের খেলা (৩০+১০+৩০)=৬০ মিনিট পরিচালিত হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে বালকদের খেলা (৪৫+১৫+৪৫)=৯০ মিনিট এবং বালিকাদের খেলা (৩৫+১৫+৩৫)=৭০ মিনিট পরিচালিত হবে।
- সময় ও পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক কমিটি ও রেফারির মতামতের ভিত্তিতে খেলা পরিচালনার সময় পরিবর্তন করা যেতে পারে।
- নির্ধারিত সময়ে যদি খেলা অমিমাংসীত থাকে তাহলে সরাসরি টাইব্রেকার এর মাধ্যমে ফলাফল নির্ধারিত হবে।
- খেলা চলাকালীন সময়ে মাঠে রেফারির সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
- প্রতিযোগিতা পরিচালনায় এ নীতিমালার আওতায় সমাধানযোগ্য নয় এমন কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৯। দল গঠন

- মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৬জন খেলোয়াড় ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ২ জন কর্মকর্তা (ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক) নিয়ে মোট ১৮ জনের দল গঠিত হবে। বালিকাদের নিয়ে গঠিত দলে আবশ্যিকভাবে একজন নারী কর্মকর্তাকে রাখতে হবে।
- উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় উচ্চমাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি) বা সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ১৬জন খেলোয়াড় ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ২ জন কর্মকর্তা (ম্যানেজার ও প্রশিক্ষক) নিয়ে মোট ১৮ জনের দল গঠিত হবে। বালিকাদের নিয়ে গঠিত দলে আবশ্যিকভাবে একজন নারী কর্মকর্তাকে রাখতে হবে।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৬ (ষোল) এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের খেলোয়াড়দের বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৮ (আঠারো) বছর।

১০। খেলোয়াড়দের তালিকা

- খেলার নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠান প্রধান প্রতিযোগিতা কমিটির নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (২ কপি) প্রদান করবেন। প্রতিযোগিতার কোন পর্যায়েই প্রদানকৃত তালিকার বাইরে নতুন করে কোন খেলোয়াড় অন্তর্ভূক্তি বা প্রতিস্থাপন করা যাবেনা।
- খেলা শুরুর ১ (এক) ঘন্টা পূর্বেই প্রতিযোগিতা কমিটি রেফারীর নিকট খেলোয়াড়দের তালিকা (১ কপি) প্রদান করবে।
- উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে যে দল জেলা পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ বয়স এবং অন্যান্য কাগজপত্র সংশিষ্ট উপজেলা/থানা কমিটির সদস্য সচিব যাচাই-বাছাই করে প্রত্যয়ন করবেন।
- জেলা পর্যায় থেকে যে দল অঞ্চল পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ বয়স এবং অন্যান্য কাগজপত্র সংশিষ্ট জেলা কমিটির সদস্য সচিব যাচাই-বাছাই করে প্রত্যয়ন করবেন।
- অঞ্চল পর্যায় থেকে যে দল জাতীয় পর্যায়ে যাবে সে দলের খেলোয়াড়দের ছবিসহ বয়স এবং অন্যান্য কাগজপত্র সংশিষ্ট বিভাগীয় কমিটির সদস্য সচিব যাচাই-বাছাই করে প্রত্যয়ন করবেন।

১১। খেলার জার্সি ও বুট

- যদি কোন দলের জার্সির রং বিপক্ষ দলের জার্সির রঙের সংগে প্রায় মিলে যায় যা রেফারীর খেলা পরিচালনায় সমস্যা হতে পারে, সে ক্ষেত্রে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।
- গোলরক্ষকের পোশাক দলের অন্য খেলোয়াড়দের থেকে ভিন্ন হতে হবে।
- অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণকে আবশ্যিকভাবে জার্সি ও বুট ব্যবহার করতে হবে।

১২। খেলোয়াড় বদল

- প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে রেফারীর অনুমতি সাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) জন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

১৩। রেফারি

- উপজেলা/থানা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা কমিটি খেলা পরিচালনার জন্য রেফারি নিয়োগ করবে।
- জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য প্রতিযোগিতা কমিটি বাফুফের তালিকাভূক্ত রেফারি নিয়োগ করবে।
- উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে নিয়োজিত রেফারিদের সম্মানী নির্ধারিত হারে প্রতিযোগিতা কমিটি বহন করবে।

১৪। ফিকচার

- প্রতিযোগিতা কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার সময়সূচি/ফিকচার প্রণয়ন করবে।
- অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে লটারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্রুপে বিভক্ত করে ফিকচার তৈরি করতে হবে।
- গ্রুপে বিভক্ত করার জন্য অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যা অপর্যাপ্ত হলে বা বিজোড় সংখ্যক দল হলে ফিকচার করার সুবিধার্থে ডামি দল তৈরি করে লটারির মাধ্যমে গ্রুপ নির্ধারণ করতে হবে।
- নির্ধারিত সময়সূচি/ফিকচার অনুযায়ী খেলা অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রতিযোগিতা কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবে।

১৫। খেলার স্থান, তারিখ ও সময়

- খেলার স্থান (মাঠ), তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের প্রতিযোগিতা কমিটি নির্ধারণ করবে।

১৬। খেলোয়াড়দের ভাতা

উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে প্রতিযোগিতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হারে প্রতিটি পর্যায়ে এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে। তবে প্রতিযোগিতা চলাকালীন কোন দল কোন পর্যায়ের খেলায় বিরত থাকলে / অনুপস্থিত থাকলে উক্ত দল সেই পর্যায়ে কোন অনুদান প্রাপ্য হবেনা।

১৭। অংশগ্রহণের ব্যর্থতা

- কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে রেফারি ১৫মি: অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করবেন।
- কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে উক্ত দলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

১৮। মেডিকেল টিম

- প্রত্যেক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা কমিটি চিকিৎসক ও ফিজিওথেরাপিস্ট এর সমন্বয়ে একটি মেডিকেল টিম গঠন করবে। মেডিকেল টিম খেলোয়াড়দের প্রাথমিক চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৯। শৃঙ্খলা উপ-কমিটি

- প্রত্যেক পর্যায়ে প্রতিযোগিতা কমিটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃংখলা উপ-কমিটি গঠন করবে। শৃংখলা উপ-কমিটি খেলোয়াড়/কর্মকর্তা/দল ও রেফারিদের ভূমিকা/আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে এবং নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ
  (১) খেলা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং সংগঠিত অপরাধের বিষয়ে নীতিমালার অনুচ্ছেদ ২৮ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।
  (২) খেলা শেষ হওয়ার পর প্রয়োজনে ৬ ঘন্টার মধ্যে নিয়ম লংঘনকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) উপ-কমিটি কোন খেলোয়াড়কে প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময় পর্যন্ত খেলা থেকে বিরত রাখতে পারবে। যদি উপ-কমিটি অধিকতর শাস্তির প্রয়োজন মনে করে তাহলে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করবে।

২০। অভিযোগ/ আপত্তি

- খেলা প্রসঙ্গে অভিযোগ/আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার ১ (এক) ঘন্টার মধ্যে =২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অফেরতযোগ্য ফিসহ প্রতিযোগিতার সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের শৃংখলা উপ-কমিটির সভাপতি অথবা সদস্য-সচিব বরাবরে লিখিত অভিযোগ/আপত্তি দাখিল করতে হবে। এক্ষেত্রে শৃংখলা উপকমিটি সিদ্ধান্ত নিবে।

২১। আপীল

- শৃংখলা উপ-কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি/আপীল থাকলে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটির কাছে ৬ ঘন্টার মধ্যে দাখিল করতে হবে। প্রতিযোগিতা কমিটি দ্রুত/সংশ্লিষ্ট দলের পরবর্তী ম্যাচের পূর্বেই আপত্তি/আপীল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবে। এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২। পাতানো খেলা

- কোন দল পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করলে এবং তা শৃংখলা উপ-কমিটি কর্তৃক সনাক্ত হলে প্রতিযোগিতা পরিচালনা কমিটি ঐ দল/দলসমূহকে ২ (দুই) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে বহিস্কার করতে পারবে।

২৩। পুরস্কার

(১) জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলার বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন) ও বিজিত (রানার আপ) দলকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ ট্রফি প্রদান করা হবে। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত খেলার বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন) ও বিজিত (রানার আপ) দলকে নগদ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

(২) বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতা কমিটি প্রতিটি পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলকে ট্রফি/ক্রেস্ট, মেডেল প্রদান করবে।

(৩) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়কে মেডেল ও সার্টিফিকেট দেয়া হবে।

(৪) শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, বেস্ট গোলকিপার এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকেও পুরস্কৃত করা হবে।

২৪। খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ/প্রতিকূল আবহাওয়া/অতিবৃষ্টি/দুর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে খেলা না হলে রেফারী ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এর পরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারী শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষণা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার আগেই প্রতিযোগিতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে উভয় দলকে ঐদিন (বাতিলকৃত খেলার দিন) জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে দল প্রতিযোগিতা হতে সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। এরূপক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।
- যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং খেলা শেষ হওয়ার পূর্বে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে অথবা মাঠে অবস্থান করে রেফারীর আদেশ অমান্য করে, খেলায় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে সে দলকে প্রতিযোগিতা হতে বহিষ্কার করা হবে। পাশাপাশি অপর দলকে বিজয়ী ঘোষনা করা হবে।
- কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে কোন আর্থিক সুবিধা পাবে না।

২৫। তহবিল ও হিসাব

- **'প্রধানমন্ত্রী গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা'** নামে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি তহবিল গঠিত হবে। শিক্ষা বোর্ড/সরকারী/বেসরকারী অনুদানের মাধ্যমে এ তহবিল গঠিত হবে এবং টুর্নামেন্টের কাজে এ তহবিল ব্যয় করা যাবে।

- স্টিয়ারিং কমিটি/জাতীয় কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও নিয়মে তহবিলের অর্থ ব্যয় হবে।
- উপজেলা/থানা, জেলা, অঞ্চল এবং জাতীয় পর্যায়ের খেলা পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিব বরাবর চেকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিল হতে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান করা হবে।

২৬। পৃষ্ঠপোষকতা

প্রতিযোগিতার কমিটিসমূহ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে খেলা পরিচালনায় পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করতে পারবে।

২৭। সংশোধন

প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় প্রতিযোগিতা কমিটি এ নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়ম কানুন সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

২৮। শৃংখলা সম্পর্কীয় অপরাধ ও শাস্তি

- নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য শৃংখলা উপকমিটি কর্তৃক খেলোয়াড়/দলকে নিম্নরূপ শাস্তি প্রদান করা যাবে:

ক্রমিক	অপরাধ	শাস্তি
১	কোন খেলায় যদি কোন খেলোয়াড়কে রেফারি কর্তৃক লাল কার্ড প্রদর্শিত হয় বা কোন খেলায় দ্বিতীয় বার হলুদ কাডের্র পরিবর্তে লাল কার্ড প্রদর্শিত হয়।	খেলোয়াড় ঐ খেলা থেকে বহিষ্কৃত হবে এবং পরবর্তী ১ খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।প্রতিযোগিতা কমিটি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখতে পারবে।
২	কোন খেলোয়াড় মাঠের ভিতরে বা বাইরে খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন সময়ে বা খেলার পরে যদি রেফারিকে বা সহকারী রেফারীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত বা আঘাত করে।	খেলোয়াড়কে প্রতিযোগিতা হতে বহিষ্কার করা হবে।
৩	মাঠে কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে খেলা চলাকালীন বা খেলার পরে যদি শারীরিকভাবে আঘাত করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৪	কোন খেলোয়াড় মাঠে অথবা মাঠের বাইরে কর্মকর্তার সাথে অশোভন আচরণ করে অথবা অভদ্র/অশালীন ভাষা ব্যবহার করে।	খেলোয়াড় পরবর্তী দুই খেলায় অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৫	কোন খেলোয়াড় যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বিরত থাকার শাস্তি ভোগের পর একই অপরাধের পূনারাবৃত্তি করলে।	খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার খেলাসমূহে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
৬	কোন দলের কর্মকর্তা বা সমথর্ক একক বা সম্মিলিতভাবে ফলাফল অনুকূলে নেয়ার ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করে অথবা খেলার শৃংখলা ভঙ্গ করে।	শৃংখলা উপ-কমিটি যে কোন কঠোর শাস্তিমূলক (দল বহিষ্কার/আর্থিক জরিমানা/উভয়) ব্যবস্থা নিতে পারবে।